০৬-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় স্বয়ং ভগবান তোমাদের সামনে উপস্থিত আছেন , তিনি স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন , তাই খুশীতে থাকো "

প্রশ্নঃ- বাবা নিজের বাচ্চাদের কি আশীর্বাদ দেন ?

উত্তর :- বাচ্চাদের নিজসম নলেজ ফুল করাটাই হল ওঁনার আশীর্বাদ। যে নলেজের আধারে নর থেকে নারায়ণে পরিণত হওয়া যায়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে তোমাদের রাজার রাজা করি। আমি ছাড়া আর কেউ এমন আশীর্বাদ করতে পারেনা ।

গান :- আমায় আলিঙ্গন করো....

ওম্ শান্তি । এ হল এই সময়ের বন্ধনযুক্ত আত্মাদের (বান্ধেলীদের) আমন্ত্রণ। কারণ সমস্ত দুনিয়া এখন শোকগ্রস্ত । তার মধ্যে গোপীকারা বেশি শোকাকুল। তারা গায় আমরা সহ্য করতে পারছিনা। ভক্তিতে ডাকা হয় কিন্তু তারা জানেন যে ভগবান কে ? এখানকার গোপীকারা জানে কিন্তু বন্ধনযুক্ত তাই শোকগ্রস্ত। তারা চায় বাবা আমাদের গলার মালা করে নিন। শিবের রুদ্র মালা বিখ্যাত। তো এই সময়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা চায় যে আমরা শিবের গলায় জড়িয়ে থাকি কারণ এই সময়ে স্ত্রী পুরুষ আসুরী গলার মালা হয়ে আছে। কন্যারা চায় আমরা ঈশ্বরীয় গলার মালা হই। নিশ্চয়ই যখন বাবা হাজির আছেন তবেই তো এই কথা বলে। যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন বলে ঈশ্বরকে হাজির জেনে সত্য কথা বলব। বড় গভর্নমেন্টের মন্ত্রীগণও প্রতিজ্ঞা করে। গীতা হাতে নেয় কারণ গীতা হল ভারতের ধর্ম শাস্ত্র। তাই এক ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করে , এমন নয় সবাই ঈশ্বর, সবার নামে প্রতিজ্ঞা করে। সুতরাং নিশ্চয়ই বাবা হাজির হয়েছেন কখনও। এই সময়ে তো নেই । শুধুমাত্র তোমাদের জন্যে হাজির আছেন, যিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন। শিবরাত্রিও পালন হয় , নিশ্চয়ই এসেছিলেন ! কিভাবে আসেন, এসে কি করেন ? এইসব কেউ জানেনা। এত বিশাল সোমনাথের মন্দির আছে কিন্তু তিনি কি করেছেন , সেসব জানা নেই কারণ শিবের পরিবর্তে (গীতাতে) কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । সঙ্গমযুগ নাম না দিয়ে দ্বাপর যুগ লেখা হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে তিনি হলেন নিরাকার, ওঁনার মানুষের মতন আকার নেই। এখন উনি আমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা ওঁনাকে হাজির দেখছ। সঠিকভাবে উনি হলেন জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ (নলেজফুল, ব্লিসফুল)। জ্ঞান প্রদান করেন , এ হল ওঁনারই আনন্দ দান। এই জ্ঞানের আনন্দের আধারে তোমরা নর থেকে নারায়ণে পরিণত হও । উনি ব্রহ্মা দেহের দ্বারা নিজেই পড়াচ্ছেন। বাবা নিজেই বলেন প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে রাজার রাজা করি। কৃষ্ণ শেখাতে পারেননা। তিনি নিজেই রাজার রাজা হয়েছেন। সেখানে কেবল একজন কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নারায়ণ হবেনা। সে তো সম্পূর্ণ সূর্যবংশী রাজবংশ ছিল। তাঁদের রাজত্ব মায়া কেড়ে নিয়েছে। এখন আমি পুনরায় তোমাদের সামনে ব্রাহ্মণদের সামনে হাজির হয়েছি।

বাবা যিনি দূর দেশ থেকে এসেছেন তো কিছু উপহার নিশ্চয়ই এনেছেন। লৌকিক পিতা যখন আসেন তখন কত কিছু উপহার আনেন। ইনি হলেন সকলের পিতা, যাঁকে সবাই এত স্মরণ করে। দূর দেশ থেকে এসেছেন খালি হাতে কি করে আসবেন ? বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্যে উপহার

এনেছি , যে উপহার কোনো মানুষ আনতে পারেনা। আমি স্বর্গ হেভেন উপহার স্বরূপ আনি। কত বিশাল এই উপহার। বাবা সাক্ষাৎকার করান , সেখানে কত সুখ আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৌরভে ভরপুর । লক্ষ্মী নারায়ণের অঙ্গ সুবাসিত । এই অঙ্গ তো কীট যুক্ত। বাবা সেসব কীট দূর করে ভ্রমরী করেন। এখানকার দেহ তো জীবাণু যুক্ত রোগে আক্রান্ত । ওখানকার দেহ কত সুন্দর। মন্দিরেও কত সুন্দর মূর্তি তৈরি হয়। কতখানি তফাৎ -- এখানকার শরীরে আর ওখানকার শরীরের মধ্যে। ৫ হাজার বছরের কথা, এই ভারত ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। সেখানে আত্মাও পবিত্র ছিল তাই শরীরও পবিত্র ছিল। বাবা পাথরের বাসন থেকে সোনার বাসনে পরিণত করেন। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সার্ভিস করে কিরূপে পরিণত করেন। বাবারও কিরকম পার্ট আছে তারপর শিক্ষক ও গুরুর পার্টও প্লে করেন। ওনার কোনো পিতা, শিক্ষক, গুরু নেই। তোমাদের লৌকিক পিতার পিতা, শিক্ষক, গুরু নিশ্চয়ই থাকবে। শিববাবা বলেন আমার কেউ নেই। কিন্তু ওনার অকুপেশান কেউ জানেনা। যত ক্ষণে কেউ স্বর্গের বিষয়ে জানতে পারেনা ততক্ষণ কেউ জানতে পারেন যে আমরা নরকে বাস করছি। গ্রন্থে পাঠ করে ভগবান এসে ময়লা কাপড় ধুয়ে দেন (মুত পলিতি).... কিন্তু নিজেকে সেরকম ভাবেনা। বাবা এসেছেন জ্ঞান প্রদান করে কালোকে ফর্সা করতে। এই সময়ে তোমরা জ্ঞান সূর্য , জ্ঞান চন্দ্র হচ্ছ। সন্ন্যাসী পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ তৈরি করতে পারেননা , তারা এইরূপ বলতে পারেননা যে আমরা তোমাদের রাজার রাজা করি। তারা হলেন নিবৃত্তি মার্গের। ভয়ে সংশয়ে ঘর সংসার ত্যাগ করেন , এখানে কোনো ভয় নেই। পিতার কাছে সন্তান এসেছে তারা বলে বাবা আমাদের শক্তি আছে। আমরা একত্রে থেকে পবিত্র থাকতে পারি। যদি কোনো কন্যাকে অত্যাচার মুক্ত করতে বা বন্ধন মুক্ত করতে চাও তো গন্ধর্ব বিবাহ করতে পারো , জ্ঞান তলোয়ার মধ্যিখানে রেখে কাম চিতায় জ্বলে মরবেনা। দুজনেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী , ভাই-বোন বিষ পান করবে কিভাবে। শাস্ত্রেও গন্ধর্ব বিবাহের কথা লেখা আছে। কিন্তু অর্থ জানা নেই। সন্ন্যাসী তো বলে নারী হল নরকের দ্বার। তাদের কাছে জ্ঞানের তলোয়ার নেই যে একত্রে বাস করবে। তোমরা তাদের চেয়ে বাহাদূর, কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসেছ। তাই কালো থেকে ফর্সা হয়েছ। সন্ন্যাসীরা আজকাল বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন , চার্চেও বিবাহ হয়। নাহলে ক্রাইস্টকে কেন ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল ? এই পবিত্রতার জন্যে। বলেছে যে ইনি কে যে বলছে পবিত্র হও। বিপদ তো আসে। এখানে শিববাবার উপরে বিপদ আসেনা কিন্তু যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন সেই জীর্ণ পাদুকায়, তার সামনে বিপদ আসে। যেমন গল্পে রয়েছে .... বেচারা পথচারী ব্রাহ্মণ ফেঁসে গেছিল..... @১ পুরানো জীর্ণ পাদুকা কিনা। ইনি কি বলেন যে আমি কৃষ্ণ ! বলেন রাজ যোগ শিখে নর থেকে নারায়ণে পরিণত হব, কিন্তু এখন নয়। তবে বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ , নারী থেকে লক্ষ্মী হব। ফেল করবনা , নাহলে ক্ষত্রিয় হব যে ! রাম ৩৩ থেকে কম নম্বর পেয়ে চন্দ্রবংশীতে চলে গেছে। এমনিতেও সূর্যবংশী রা চন্দ্রবংশী কুলে তো আসবেই। সেই সময়ে (সত্যযুগের অন্তে) লক্ষ্মী নারায়ণ, সীতা রামকে রাজ্য প্রদান করে। লক্ষ্মী নারায়ণ পুনর্জন্ম নিতে নিতে ত্রেতায় আসেন রাজার কুলেই জন্ম হয়। তারপরেই সীতা রাম নাম প্রচলিত হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ নাম শেষ হয়ে যায়।

এবারে তোমাদের প্রশ্ন করি - স্ব দর্শন চক্র কোনটি ? (দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করা হল)। হ্যাঁ , এই হল চক্র। কিভাবে তোমরা দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে এখন ব্রাহ্মণ বর্ণে আসো ...! এই চক্র যত ঘোরাবে ততই বিকর্মের বিনাশ হবে, এভাবে রাবণের গলা কেটে যায়। বাচ্চারা তোমাদের বেহদের বাবার সঙ্গে অসীম ভালোবাসা আছে। তোমরা বলো বাবা আমরা আপনার

বিয়োগ সহ্য করতে পারব না । এমন কন্যারা যারা বন্ধনে থাকে, কষ্ট পায় কারণ তিনি হলেন মাতা পিতা ... এক হলেন মাতা জগৎ অম্বা , যাঁকে সবাই স্মরণ করে। কিন্তু জগৎ অম্বার পিতা কে - একথা কেউ জানেনা যে ব্রহ্মা হলেন সরস্বতীর পিতা। পূজারীরা জানেনা যে এই সরস্বতী পরে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হন। পরবর্তীকালে জন্ম নিয়ে সরস্বতী হন। এই জ্ঞান এই বাবা জানতেন না। এনার এত জ্ঞান থাকলে ইনি নিশ্চয়ই কোনো গুরুর থেকেই তা প্রাপ্ত করে থাকতেন ! তারপর সেই গুরুর মহিমা করতেন। সেই গুরুর শিষ্যও থাকত। তারা জ্ঞান দিতেন কিন্তু এই বাবার কোনো সাকার গুরু নেই। শিববাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের পিতা, শিক্ষক , গুরু , আমি এই পুরানো জীর্ণ পাদুকায় বসে পড়াই। তো ইনি হলেন মাতা তাই এনাকে মাতা-পিতা বলা হয়। তোমরা যে মাতা-পিতা... যে গীত গাও, তা ব্রহ্মা সরস্বতীর বিষয়ে গাওয়া হয় না । ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠের রচয়িতা নন। পিতা হলেন শিববাবা এবং ব্রহ্মা হলেন তোমাদের মাতা। জ্ঞানের কলস সর্ব প্রথম এনকেই (ব্রহ্মাকেই) দেওয়া হয়। কিন্তু সরস্বতীর মহিমা বৃদ্ধি করতে ওনাকে আগে রাখা হয়েছে। সরস্বতীর নাম জ্ঞানদেবী । বিদ্বৎ মন্ডলীর পন্ডিত জনেরাও সরস্বতী উপাধি ব্যবহার করে থাকেন ।

আচ্ছা বাবা বলেন কত বোঝানো যায়, মন্মনাভব। শুধুমাত্র আমায় স্মরণ করো আর আমার বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা স্বর্গে আসবে। সেখানেও তো নম্বর অনুযায়ী হবে তাইনা। সূর্যবংশীদের রয়্যাল দাস দাসীরাও তো আছে। সুতরাং প্রজাদেরও দাস দাসী থাকবে। চন্দ্রবংশী রাজা রানীরও দাস দাসী আছে। সেসব এখানেই নির্ধারিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে পার যে, আচ্ছা যদি এখন তুমি দেহ পরিত্যাগ করো তো কি রূপে জন্ম নেবে ? আচ্ছা কোনো কথা না বুঝলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। মনে রাখবে যোগ ঠিক নাহলে সেই সুখ অনুভব হবেনা। শোক বাটিকায় বসবে, স্বর্গ হল অশোক বাটিকা। সীতা অশোক বাটিকায় নয়, শোক বাটিকায় ছিল। এখন তো সবাই শোক বাটিকায় বসে আছে তাইনা। মানুষের চিন্তা হয় যে যুদ্ধ হলে কি হবে ? আমরা তো বলি যে যুদ্ধ লাগলে স্বর্গের গেট খুলবে।

আচ্ছা -- মনে রাখবে, সত্য হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজী। যদি মনের ভিতরে শয়তান থাকবে তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তখন কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। বিঘ্নকারীদের সদা কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হয়, ইনি হলেন সুপ্রীম জজ । (কৃষ্ণের চিত্র দেখিয়ে) দেখো, এনাকেও কলঙ্কিত করা হয়েছে। ইনি বস্ত্রও চুরি করেননি আর না-ই জরাসন্ধকে হত্যা করেছেন। ওনার মুখও (কৃষ্ণের) কালো করে দিয়েছে। আচ্ছা।

বাপদাদা তো তোমাদের সম্মুখে হাজির রয়েছেন। তোমরা বলবে আমাদের চোখের সামনে আছেন। জীর্ণ পতিত পাদুকায় এসেছেন। ভগবান নিজেই বলছেন আমি পতিত পাদুকায় প্রবেশ করি তবেই তো পবিত্র করি। এখন ব্রহ্মার রাত , সুতরাং ব্রহ্মাও রাতেই থাকবে তাইনা। বিষ্ণু রূপে পরিণত হলে দিন হয়ে যাবে। আচ্ছা ---

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্যে স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালোবাসা দিচ্ছেন। দাদা বলো বা গুপ্ত রূপে মা বলো। এ হল আশ্চর্য এক রহস্য । বাপদাদা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুসারে কেন বলেন ? জানো বাবা তখন ভালোবাসবেন যখন বাবার মত অনুসারে সার্ভিস করবে।

যে যেরকম সহযোগ করে, সে প্রজাতে আসবে তাইনা। তাতেও নম্বর অনুযায়ী বিত্তবান প্রজাও তো হয় কিনা। আচ্ছা। গুডমর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সত্য সাহেব অর্থাৎ ভগবানকে রাজী করতে মনে অত্যন্ত সত্যতা থাকা চাই, কোনো রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবেনা।

২) সুখের অনুভব করতে নিজের যোগ ঠিক রাখতে হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘুরিয়ে বিকর্ম ভস্ম করতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি সঙ্কল্প, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা পুণ্য কর্ম সম্পন্নকারী আশীর্বাদের অধিকারী হও।

ব্যাখা: নিজেই নিজের কাছে দৃঢ় সঙ্কল্প করো যে সারা দিন সঙ্কল্প দ্বারা, মুখের কথা দ্বারা, কর্ম দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে পুণ্য করব। পুণ্যের প্রত্যক্ষফল হল প্রত্যেকটি আত্মার আশীর্বাদ। তাই প্রতিটি সংকল্পে, কথায় যেন আশীর্বাদ জমা হয়। সম্বন্ধ সম্পর্কে মন থেকে সহযোগের ধন্যবাদ জানাবে। এমন আশীর্বাদের অধিকারী-ই বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়। তারা-ই পুরস্কার প্রাপ্ত করে।

শ্লোগান - সর্বদা এক বাবার কম্পানীতে (সঙ্গে) থাকো আর বাবাকে নিজের কম্পানীয়ন (সঙ্গী) করো -- এটাই হল শ্রেষ্ঠত্ব।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

"আত্মা কখনোই পরমাত্মার অংশ হতে পারেনা"

অনেক মানুষ এইরকম ভাবে যে , আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার অংশ, এবারে অংশ তো বলা হয় একটি টুকরোকে। এক দিকে বলে পরমাত্মা হলেন অনাদি ও অবিনাশী, তো এমন অবিনাশী পরমাত্মাকে টুকরো করে কি ভাবে! পরমাত্মাকে কিভাবে কেটে টুকরো করা যাবে , আত্মাই যখন অজড় অমর, তবে আত্মার সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই অমর হবেন । এমন অমর পরমাত্মাকে টুকরো করা অর্থাৎ পরমাত্মাকেও বিনাশী বলা হল কিন্তু আমরা তো জানি যে আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার সন্তান। সুতরাং আমরা তাঁর বংশধর হলাম অর্থাৎ সন্তান। তাহলে অংশ হব কিভাবে ? তাই পরমাত্মার মহাবাক্য হল যে - বাচ্চারা, আমি অমর , জাগ্রত জ্যোতি, আমি প্রদীপ যা কখনোই নিভে যায়না , অন্য সব মনুষ্য আত্মার প্রদীপ জ্বলে আর নিভেও যায়। সেই সকলকে জাগ্রত আমি-ই করি, কারণ আমি হলাম লাইট মাইট প্রদানকারী, তবে পরমাত্মার লাইট এবং আত্মার লাইট এই দুটোতে তফাৎ অবশ্যই আছে। যেমন বাল্ব - কোনোটা বেশি কোনোটা কম পাওয়ারের, ঠিক তেমনই আত্মাও কম বা বেশি পাওয়ারের হয় । কিন্তু পরমাত্মার পাওয়ার কোনো কিছুতে কম বেশি হয়না। তবেই পরমাত্মাকে সর্বশক্তিমান বলা হয় অর্থাৎ সর্ব আত্মাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তিনি সৃষ্টির অন্তের সময়ে আসেন। যদি কেউ ভাবে পরমাত্মা সৃষ্টির মধ্যকালে আসেন অর্থাৎ যুগে-যুগে আসেন তাহলে পরমাত্মা মাঝখানে এলে পরমাত্মা সর্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন কিভাবে। যদি কেউ

বলে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন, তো তাহলে কি এইরূপ ধরে নেওয়া হবে যে পরমাত্মা ক্ষণে ক্ষণে নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন। এমন সর্ব শক্তিমানের শক্তি এই টুকুই, যদি মধ্যিখানে নিজের শক্তি দিয়ে সবাইকে শক্তি অথবা সদগতি প্রদান করেন তবে সেই শক্তি টিকে থাকা উচিত , দুর্গতি কেন হয় তবে ? এতে এটাই প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেননা না। অর্থাৎ মধ্যকালে আসেন না। তিনি আসেন কল্পের অন্তিম সময়ে এবং একবারই নিজের শক্তির দ্বারা সদগতি করেন। পরমাত্মা এমন বিশাল সার্ভিস করেছেন তাই ওঁনার স্মৃতি চিহ্ন রূপে বিশাল শিবলিঙ্গ তৈরি হয়েছে, এত পূজো অর্চনা হয়। তাহলে অবশ্যই পরমাত্মা হলেন সত্য , চৈতন্য এবং আনন্দ স্বরূপ। আচ্ছা । ওম্ শান্তি।

@১. বেচারা ব্রাহ্মণ যেমন চলতে চলতে ফেঁসে গেছিল, তেমনই দাদা লেখরাজ যখন থেকে ব্রহ্মাবাবা হলেন, তখন থেকে তাঁকে নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একসময় যারা তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, তারাও নানান কথা শোনাতে ছাড়েনি।